প্রথম আলো

তারিখ 07 MAR 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

উচ্চশিক্ষা ও চাকরিতে নারী এখনো পিছিয়ে

মোশতাক আহমেদ ০

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ পুরুষদের সমান বা কিছু বেশি। কিন্তু উচ্চশিক্ষা ও চাকরিতে অনেক পিছিয়ে। বর্তমানে সরকারি চাকুরেদের মধ্যে নারী মাত্র ২৪ শতাংশ। আর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে নারী ৩৩ শতাংশ।

নারী নিয়ে গবেষণা করেন এমন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নারীদের পিছিয়ে থাকার বড় কারণ হলো বাল্যবিবাহ ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাব। জাতিসংঘ শিশু তহবিলের (ইউনিসেফ) প্রতিবেদনের তথ্য দিয়ে তাঁরা বলছেন, দেশে এখনো ১৮ বছরের আগে ৬৬ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। এ কারণে উচ্চশিক্ষার আগেই ঝরে পড়ছে তারা। আবার উচ্চশিক্ষা শেষ করেও পারিবারিক ও সামাজিক বাধায় অনেক নারী চাকরি করেন না বা ইচ্ছা থাকলেও করতে পারেন না।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, নারীর উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের ক্ষেত্রে এখনো অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে। বিশেষ করে মফস্বল এলাকার মেয়েদের বেলায় এটা আরও বেশি। উচ্চশিক্ষার জন্য বাড়ির বাইরে বের হলে আবাসনের অভাবসহ বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতায় পড়তে হয় মেয়েদের। এর সঙ্গে সামাজিক নিরাপত্তার অভাব ও দারিদ্র্যের কারণে অনেক বাবা-মা আগে আগেই মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন। এ কারণে চাকরিতেও নারীর সংখ্যা কম। তাই এ বিষয়ে বিনিয়োগ বাড়ানোসহ নারীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রাথমিকে দেশে যত শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে, তার মধ্যে ৫০ শতাংশ ছাত্রী। অন্যরা ছাত্র। মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রীর সংখ্যা ৫৩ শতাংশ আর ছাত্র ৪৭ শতাংশ। কলেজ পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪৭ শতাংশ ছাত্রী। এতে দেখা যাচ্ছে, কলেজ পর্যন্ত নারীর অংশগ্রহণ ভালো।

কিন্তু উচ্চশিক্ষা ও পেশাগত শিক্ষার স্তরে গিয়ে নারীর

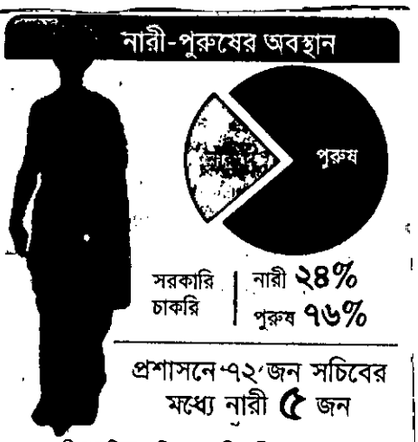

প্রশাসনে ৭২ জন সচিবের মধ্যে নারী ৫ জন

সরকারি চাকরিতে প্রতিবছর নারী কর্মীর সংখ্যা বাড়ছে

২০০৯	২ লাখ ২৩ হাজার ৬৪৪
২০১০	২ লাখ ২৭ হাজার ১১৪
২০১১	২ লাখ ৫০ হাজার ১৯৯
২০১২	২ লাখ ৫২ হাজার ৮৪৫

শিক্ষা

- প্রাথমিক স্তরে ছেলে-মেয়ে সমান সমান
- মাধ্যমিক স্তরে মেয়েরা এগিয়ে
- বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের অবস্থান ৩৩%

“সামাজিক নিরাপত্তার অভাব ও দারিদ্র্যের কারণে অনেক বাবা-মা আগে আগেই মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন। এ কারণে চাকরিতেও নারীর সংখ্যা কম

নারী এখনো পিছিয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

চিকিৎসা, আইনসহ পেশাগত শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ এখন ৩৮ শতাংশ। আর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এখন যত শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছেন, তার ৩৩ শতাংশ নারী। তবে পরিসংখ্যান বলছে, প্রতিবছর এসব স্তরেও নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে।

তবে শিক্ষাজীবন শেষ করে চাকরিতে প্রবেশের সময় নারীর অংশগ্রহণ অনেক কমে যাচ্ছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, দেশে সরকারি চাকরিতে অনুমোদিত পদ আছে ১৪ লাখ ৭১ হাজার ৩৬টি। এর মধ্যে ২০১৪ পর্যন্ত কর্মরত চাকুরের সংখ্যা ১১ লাখ ৯৪ হাজার ৪৪৯ জন। এর মধ্যে নারী চাকরিজীবী হলেন ২ লাখ ৮৮ হাজার ৮০৪ জন। অন্যরা সবাই পুরুষ। শতাংশের হিসাবে মোট চাকুরের ২৪ দশমিক ১৮ শতাংশ নারী।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, এখন পর্যন্ত চাকরিতে নারী কম হলেও প্রতিবছর এই সংখ্যা বাড়ছে। যেমন ২০০৯ সালে নারী চাকরিজীবী ছিলেন ২ লাখ ২৩ হাজার ৬৪৪ জন, পরের বছর বেড়ে হয় ২ লাখ ২৭ হাজার ১১৪, ২০১১ সালে ২ লাখ ৫০ হাজার ১৯৯ এবং ২০১২ সালে নারী চাকরিজীবীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২ লাখ ৫২ হাজার ৮৪৫ জন। এর পরের বছরগুলোতে এভাবে বেড়েছে।

সরকারি চাকরিজীবীদের মধ্যে বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে যেসব ক্যাডার কর্মকর্তা নিয়োগ পাচ্ছেন, সেখানেও নারী কম। সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি) তথ্য অনুযায়ী, সর্বশেষ ৩৩তম বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে ক্যাডার কর্মকর্তা হিসেবে চাকরির জন্য সুপারিশকৃত ৮ হাজার ৩৭৮ জনের মধ্যে ৫ হাজার ১৭৬ জন (৬১.৭৮%) পুরুষ এবং নারী ৩ হাজার ২০২ জন (৩৮.২২ %)।

তবে বিসিএসের মাধ্যমে নারীর চাকরি পাওয়ার সংখ্যাটি ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এর আগের চারটি বিসিএসের ফলাফল পর্যালোচনায় দেখা যায়, ৩১তম বিসিএস ছাড়া বাকি তিনটিতে (২৯, ৩০ ও ৩২তম) চাকরি পাওয়া নারীর সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। এর মধ্যে ২৯তম বিসিএসে মোট চাকরির জন্য সুপারিশকৃতদের মধ্যে ২৮ দশমিক ৪৬ শতাংশ নারী। ৩০তম বিসিএসে ৩১ দশমিক ৪৩ শতাংশ নারী চাকরি পান। আর ৩২তম বিসিএসে (বিশেষ) চাকরির জন্য সুপারিশ করা প্রার্থীদের মধ্যে পুরুষের চেয়ে নারী বেশি। এই বিসিএসটি মূলত মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও নারী কোটার জন্য ছিল। এ জন্য এখানে নারী বেশি। এই বিসিএসে চাকরির জন্য নারী মনোনীত হন ৫৫ শতাংশ (৯২৩ জন) এবং পুরুষ ৪৪ দশমিক ৯০ শতাংশ (৭৫২ জন)।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, বর্তমানে প্রশাসন ক্যাডারে মোট কর্মরত সাড়ে পাঁচ হাজার কর্মকর্তার মধ্যে নারী এক হাজারের সামান্য বেশি। তবে প্রশাসনের শীর্ষ পদ সচিব পদে নারী আছেন মাত্র পাঁচজন। অথচ মোট সচিবের সংখ্যা ৭২। এই হিসাবে নারী সচিব ৭ শতাংশের কম।

বিসিএসের মাধ্যমে শিক্ষক হওয়ার ক্ষেত্রেও নারীর সংখ্যা এখনো অনেক কম। অথচ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এখনো অনেক নারী বা তাঁদের পরিবারের পছন্দের চাকরির উল্লেখযোগ্য হলো শিক্ষকতা। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) সূত্রমতে, বিসিএস ক্যাডারের যত শিক্ষক আছেন, তাঁদের মধ্যে ৩০ শতাংশের মতো নারী। বেসরকারি স্কুল ও কলেজে নারী শিক্ষক আরও কম। তবে প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে ৬০ শতাংশ নারী নিয়োগের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফাহিমা খাতুন বলেন, এটা ঠিক যে এখনো ক্যাডার কর্মকর্তা হিসেবে নারীর সংখ্যা কম। তবে এই সংখ্যাটি বাড়ছে। কিন্তু প্রশাসনিক শীর্ষ পদগুলোতে এখনো নারী একেবারেই কম। এটা বাড়াতে হবে।

অন্যদিকে বেসরকারি চাকরিতে নারীর সুনির্দিষ্ট হিসাব না থাকলেও সেখানেও নারী কম বলে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা থেকে জানা গেছে।

সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ইসমত আরা সাদেক *প্রথম আলোকে* বলেন, এখন বিসিএসসহ বিভিন্ন চাকরিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে। এই ধারাবাহিকতা থাকলে চাকরিতে নারী-পুরুষের পার্থক্য কমে আসবে।